দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 APR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ভারতেশ্বরী হোমসের যত কথা

।। দুর্লভ বিশ্বাস ।।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) ঃ শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দরুন নিভৃত পল্লীতে ৯/১০ জন ছাত্রী এবং মাত্র ৩ জন শিক্ষক নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা অজ–পাড়াগাঁয়ের সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই পর পর দু'বার ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি হল– দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস। প্রথমবার ১৯৮৭ সালে এবং দ্বিতীয় বার চলতি শিক্ষাবর্ষে।

'শ্রেষ্ঠ–মাই পারে শ্রেষ্ঠ জাতি উপহার দিতে' নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা আর্ত–মানবতার সেবার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ 'মা' সৃষ্টির লক্ষ্যে লৌহজং নদীর দক্ষিণ পারে ছায়া ঢাকা নিভৃত পল্লী আপন জন্মস্থান মির্জাপুর গ্রামের বাবু যোগেন্দ্র নাথ পোদ্দারের আঙিনায় ১৯৪৪ সালে তাঁরই ঠাকুর মা 'ভারতেশ্বরীর' নামে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতেশ্বরী হোমস। শুরুতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৯/১০ জন এবং শিক্ষক ছিলেন মাত্র ৩ জন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন হরিহর চন্দ এবং সহকারী শিক্ষক ছিলেন দামোদর রায় এবং দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী। আদর্শ মা তৈরির লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে যে ৯/১০ জন ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল তারা সকলেই স্থানীয় এবং আবাসিকও ছিল না। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতা ভাবলেন যে, আদর্শ মা এবং নারী জাতিকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক নজরে রাখা প্রয়োজন এবং পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে যাতে একজন সুগৃহিণী হিসেবে সমাজ–সংসারে সুনাম অর্জন করতে পারে তার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা থাকাপ্রয়োজন। সেই প্রয়োজনবোধ থেকেই চল্লিশ দশকের শেষের দিকে রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠানটিকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করে নিভৃত পল্লীতে প্রাসাদসম অট্টালিকা তৈরি করেন এবং একই সাথে পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাংস্কৃতিক জগতেও যাতে তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে তার সুব্যবস্থা করেন। ফলে অচিরেই একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সুনাম থানার গন্ডি পেরিয়ে জেলা এবং দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানটিতে লেখাপড়া বলতে গেলে অনেকটা নিঃখরচায়ই হতো। ফেরতযোগ্য আমানত হিসেবে নেয়া হতো ২৫০ টাকা এবং বার্ষিক ফি ২৫০ টাকা। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলা হয় এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এখানে ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া হতো। স্বাধীনতার আগে এবং পরে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের একাধিক ছাত্রী বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে।

গ্রাম বাংলার নিভৃত পল্লীর এই প্রতিষ্ঠানটিতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে হয়। ভোর সাড়ে ৫টায় ঘুম থেকে উঠে ৭টায় ক্লাস ১০টার দিকে টিফিন এবং টিফিনশেষে ১টা অব্দি ক্লাস। সাড়ে ৩টা থেকে শারীরিক কসরত শিক্ষা। এরপর সাড়ে ৪টা থেকে স্টাডি ক্লাস। রাতের খাওয়ার পর রাত ১১টা পর্যন্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া। এমনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে লেখাপড়া করে এই প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা ছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের পদচারণা জাতীয় পর্যায়েও স্বীকৃত। গত সাফ গেমস্–এ এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের অপূর্ব শারীরিক কসরত প্রদর্শন সার্কভুক্ত দেশসমূহেও সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১২শ' ছাত্রী লেখাপড়া করছে। শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৫০।

'৪৪–৯৪, এই ৫১ বছরে যেসব নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গ্রাম বাংলার অজ–পাড়াগাঁয়ের এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছেন তারা হলেন ধীরেন্দ্র নাথ ঘটক, মিস, এম· ই· কোটস, কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থার বর্তমান পরিচালক মিসেস জয়াপতি, মিসেস মিনতি দাস এবং ১৯৬৫ সাল থেকে বর্তমান অব্দি মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

ভারতেশ্বরী হোমস–এর বর্তমান অধ্যক্ষা আত্ম–প্রচারবিমুখ প্রতিভা মুৎসুদ্দি হলেন বীর চট্টলার লোক। সেজন্যই বোধহয় বীরকন্যা প্রীতিলতা, কল্পনা দত্তসহ সেই অগ্নিযুগের মহীয়সীদের প্রভাব ছাত্রজীবনে তার ওপর পড়েছিল। বর্তমান অধ্যক্ষার সাথে আলাপ করে জানা গেল– ১৯৪২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের ছাত্রী। ঢাকায় ছাত্র–জনতার ওপর গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছার সাথে সাথেই চট্টগ্রামের বীর–জনতাও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে তারই নেতৃত্বে মহিলা কলেজের ছাত্রীরাও ছাত্র–জনতার আন্দোলনের কাফেলায় শরিক হয়। তাছাড়া ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ভি পি নির্বাচিত হন। একই বছর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সভা করার অপরাধে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৬–৪৭ সালে তিনি ডাকসুতে কমন রুম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ছাত্রজীবনে তিনি বাম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। অর্থনীতিতে এম এ অবিবাহিতা প্রতিভা মুৎসুদ্দি মানবতার সেবার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রথমে কক্সবাজারের একটি স্কুলে, পরে গাজীপুরের একটি বিদ্যালয়ে এবং সেখান থেকে আজ অব্দি নিভৃত পল্লীর এই প্রতিষ্ঠানটিকে সেবা–শ্রম এবং মেধা দিয়ে তার সহকর্মীদের অকৃপণ সহযোগিতায় ভারতেশ্বরী হোমসকে একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে চলেছেন। বর্তমান মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রতিভা মুৎসুদ্দি বলেন যে, এতে ছাত্র–ছাত্রীর প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

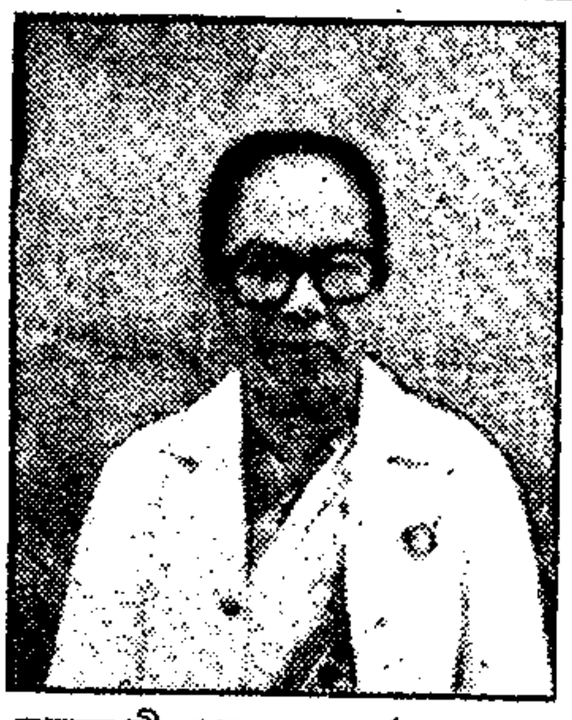

ভারতেশ্বরী হোমস এর বর্তমান অধ্যক্ষা প্রতিভা মুৎসুদ্দি। —সংবাদ

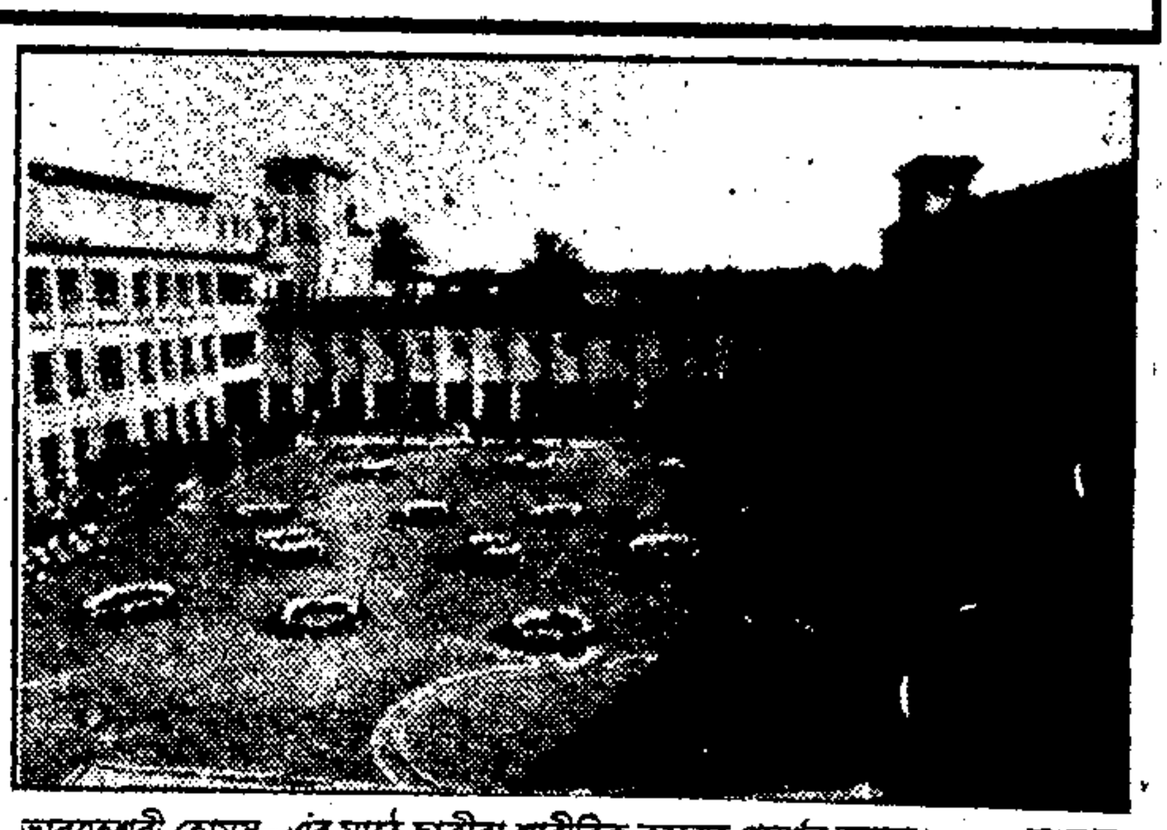

ভারতেশ্বরী হোমস–এর মাঠে ছাত্রীরা শারীরিক কসরত প্রদর্শন করছে। —সংবাদ